তারিখ 03 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 2

ভূমি ভবন শিক্ষার্থী কিছুই নেই তবুও জাতীয়করণের চেষ্টা

বারহাট্টায় অস্তিত্বহীন বিদ্যালয়

■ নেত্রকোনা প্রতিনিধি

গৃহ নেই, ছাত্র নেই, বিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত কোনো স্থান নেই। কিন্তু কিছুলোক ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে বিদ্যালয় জাতীয়করণের পাঁয়তারা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ওইসব ভুয়া বিদ্যালয়ের নামে বই উত্তোলনের আবেদনও করা হয়েছে।

বারহাট্টা উপজেলার দেউলী গ্রামের তারা মিয়ার স্ত্রী মনোয়ারা বেগম কয়েক বছর আগে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য কিছু জায়গা দিয়েছিলেন। কিছু ব্যক্তি বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। গ্রাম্য বিরোধের কারণে নির্ধারিত স্থানে শেষ মেষ বিদ্যালয়টি হয়নি। পরবর্তী সময়ে ওই জায়গায় এলাকাবাসী বাজার গড়ে তোলে। স্থানীয় শিক্ষা অফিসের কিছু অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশে ওই গ্রামের তুজুল ইসলাম নূর মোহাম্মদসহ কয়েকজন জালিয়াতির মাধ্যমে দেউলী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নাম দিয়ে ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে। তারা নিজেদের স্ত্রী বোন ও আত্মীয় স্বজনকে শিক্ষক দেখিয়েচলতি বছর বই পাওয়ার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করেছে। এমনই অভিযোগ উঠেছে উপজেলার আন্দাদিয়া, বড়গাওয়াসহ আরও ৪-৫টি অস্থিত্বহীন বিদ্যালয়ের নামে। স্থানীয় কয়েক শিক্ষক নেতা শিক্ষা অফিসের সহযোগিতায় বিদ্যালয় জাতীয়করণের সুযোগ নেওয়ার জন্য নামে বেনামে কাগজপত্র তৈরি করছে। তারা শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার কথা বলে এলাকার শিক্ষিত বেকারদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকাও নিচ্ছে। এতে করে সরকারের সদিচ্ছা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে এবং সাধারণ মানুষ প্রতারিত হচ্ছেন। দেউলী বাজার কমিটির সভাপতি আবুল হাসেম বলেন, দেউলী গ্রামে কোনো বিদ্যালয় নেই। বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য গ্রামের কয়েকজম মিলে বেশ কিছুদিন আগে চেষ্টা করেছিলেন। বিদ্যালয়টি আর গড়া হয়নি। কী কারণে হয়নি তা তার জানা নেই। উপজেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এসএম সাজ্জাদুল হক বলেন, এই নামে দেউলী গ্রামে কোনো বিদ্যালয় নেই। স্থানীয় কিছুলোক অস্থিত্বহীন বিদ্যালয়ের নামে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে।

সাহতা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মো. সুজাউল ইসলাম খান সাজল বলেন, ১৯৯০-৯২ সালের দিকে এলাকার কয়েকজন মিলে গ্রামে একটি ঘর উঠিয়ে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। চারজন শিক্ষকও নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। পরে ঝড়ে বিদ্যালয়টি পড়ে যায়। নানা জটিলতার কারণে আর বিদ্যালয়টি স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। বারহাট্টা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জিএম এনামুল হক বলেন, দেউলী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে কোনো বিদ্যালয় আছে বলে আমার জানা নেই। তবে ইন্টারনেটে ওই বিদ্যালয় সম্পর্কে প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে। এলাকার কিছুলোক বইয়ের জন্য এসেছিল, তাদের বই দেওয়া হয়নি। নূর মোহাম্মদ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ করা হচ্ছে। কয়েক দিনের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে। বইয়ের জন্য শিক্ষা অফিসে গিয়েছিলাম। কিন্তু বই দেয়নি।